

অধ্যায়
০২

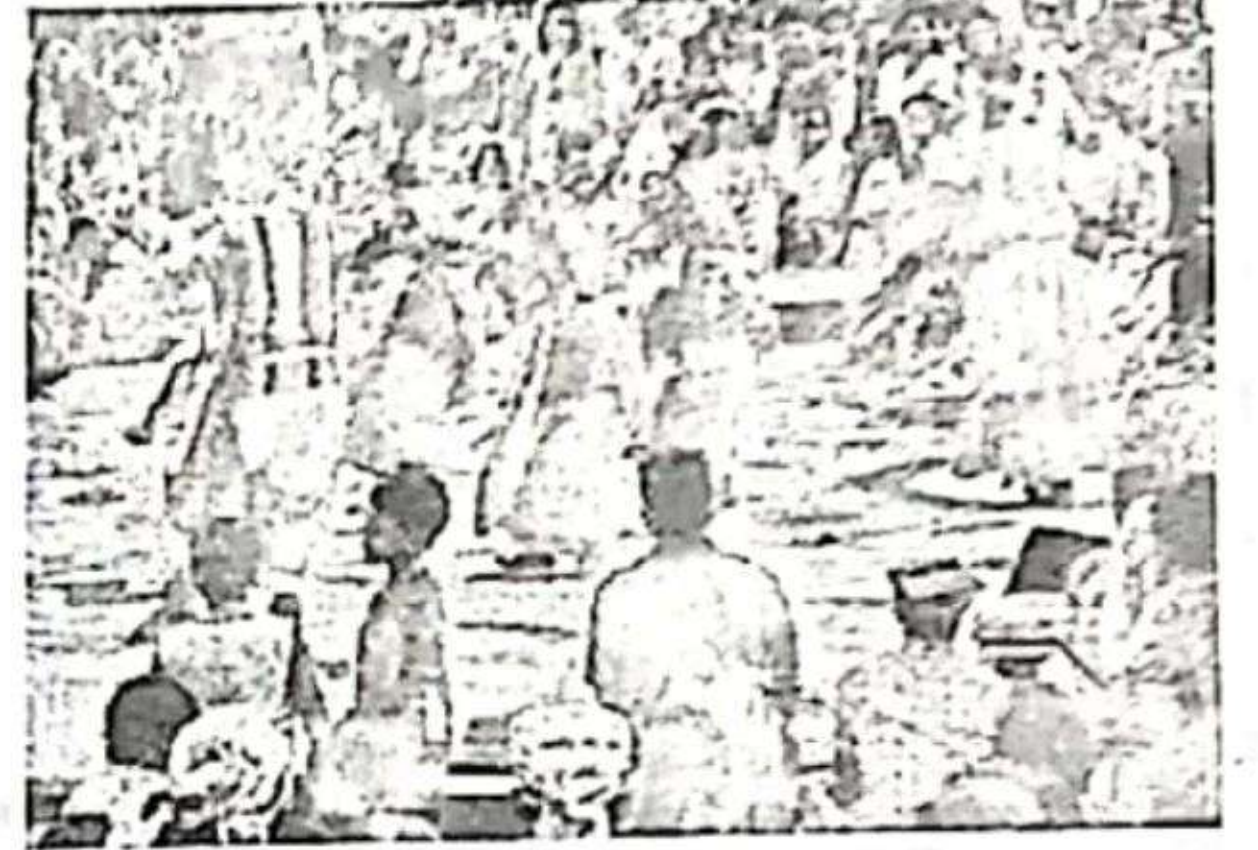
বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

আলোচ্য বিষয়াবলি

- বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারণা • বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি • বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন উপাদান
- বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি।

এক নজরে অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বলে বাংলার জনমানুষের আকারে, অবয়বে, চেহারা এত বৈচিত্র্য। তেমনি নানা ভাষাজাতির আগমনে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে গ্রাম ও কৃষিপ্রধান এই দেশে গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতির প্রভাবই বেশি। আবার নদীর খেয়ালি আচরণ আর প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য বাঙালি মানসকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালির সংস্কৃতি বুঝতে তার এই বৈচিত্র্যময় পটভূমি খেয়াল রাখা দরকার।



অধ্যায়ের শিখনফল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায় বিচারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কেমন তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এদেশের নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তা বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও এর উপাদান বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারব।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি—এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি ছুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

- নবান্ন উৎসব হয় কোন ঋতুতে?
 (ক) বর্ষা (খ) শরৎ
 (গ) হেমন্ত (ঘ) শীত
- বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য রয়েছে, কারণ—
 i. বাঙালি সকের জাতি
 ii. এদেশের ঋতু বৈচিত্র্যপূর্ণ
 iii. বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকজনের অবস্থান
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
 (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঝুমার দাদা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন। নদীর উত্তর দিকে তাদের বাড়ি ছিল। বাড়ির পাশেই ছিল একটি মসজিদ। গোয়ালঘরটি ছিল বাড়ির পিছনে। সে সময়ে মতি মাঝি ঐ নদীর উপর দিয়ে মনের খুশিতে ভাটিয়ালি গান গেয়ে যেত।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন দুর্যোগকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

- (ক) জলোচ্ছ্বাস (খ) নদীভাঙন
 (গ) অনাবৃষ্টি (ঘ) বন্যা

৪. উক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও মতি মিয়ার মতো এদেশের মানুষের খুশি হওয়ার প্রধান কারণ—

- জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব
- নদনদীর বিপুল সম্পদ
- দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। বাংলা প্রথম মাসের প্রথম দিন। ফারিবা, রাইসা, রূপসি, প্রিয়তী সকলে মিলে ঠিক করে তারা রমনা বটমূলে যাবে। সকলে লাল-সাদা রঙের শাড়ি পরবে। সেখানে মেলায় গান ও কবিতা শুনবে। প্রতি বছরই এখানে অনেক মানুষের সমাগম হয়। তারা মুখোশ পরে, গান গায়, অনেকে আবার মুখে বিভিন্ন ছবি আঁকে। সারাদিন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কাটায়।

ক. বাংলা প্রথম মাসের নাম কী?

খ. বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত কিসের ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন মেলার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে উদ্দীপকের বর্ণিত মেলার ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বাংলা প্রথম মাসের নাম বৈশাখ।

খ) বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এদেশের কৃষি সম্পূর্ণ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কৃষক তার কৃষিকাজের জন্য বিশেষভাবে মাটি, মেঘ, বৃষ্টি, রোদ এসবের ওপর নির্ভর করে। প্রকৃতি যদি অনুর্বর হয় তাহলে কৃষি উৎপাদনেও তেমন ফল পাওয়া যাবে না। আবার প্রকৃতির আলো, বাতাস, আবহাওয়া সবকিছু অনুকূলে হলে কৃষি উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে যাবে। তাই বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

গ) উদ্দীপকে বাংলার পহেলা বৈশাখের মেলা তথা বৈশাখী মেলার কথা বলা হয়েছে। এ মাসে বাঙালিরা তাদের অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য দীর্ঘ এক মাস মেলা উদ্‌যাপন করে। এ মেলায় গ্রাম-শহর সকল স্থানে লোক সমাগম হয়। মেয়েরা সকলে লাল-সাদা রঙের শাড়ি পরিধান করে মেলার দৃশ্যকে রঙিন করে দেয়। শহরের মেলাগুলোতে বিভিন্ন ব্যান্ড পার্টির আয়োজন থাকে। এ মেলার আকর্ষণীয় দৃশ্য হচ্ছে—প্রভাতে সকল শ্রেণির মানুষের রমনা বটমূলে পান্তা-ইলিশের আয়োজনে একত্রিত হওয়া। যা মূলত গ্রামবাংলার অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দুপুরের পর থেকে দোয়েল চত্বর, টিএসসি, শাহবাগ সকল স্থান খুব সরগরম হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে গানবাজনার আওয়াজে প্রকৃতি যেন ভারী হয়ে ওঠে। এ মেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন রং-বেরঙের টি-শার্ট পরে আনন্দ-উল্লাস করে। বিভিন্ন স্থানে নাগরদোলা থাকে। এতে শিশুরা তাদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে হাসি-আনন্দের মাঝেই দিনটি শেষ হয়। সুতরাং উদ্দীপকের মেলাটি নিঃসন্দেহে পহেলা বৈশাখের মেলা।

ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বাঙালি জাতির একটি উৎসব বৈশাখী মেলার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে বৈশাখী মেলার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৈশাখী মেলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ মেলায় বাংলার ঐতিহ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। মেয়েরা রং-বেরঙের শাড়ি পরিধান করে মেলা উদ্‌যাপন করে। বিভিন্ন স্থানে দোকানপাট ও নাগরদোলা বসে। দোকানিরা সেখানে নানা রকমের জিনিস বিকিকিনি করে এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীরা ঘোরাঘুরি করে আনন্দের মাধ্যমে মেলা উদ্‌যাপন করে। মেলার দিন সকাল বেলা সকলে মিলে রমনা বটমূলে একত্রিত হয় এবং সমবেতভাবে পান্তা-ইলিশে অংশ নেয়। এ ধরনের সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন বছরে একবার হলেও তা আমাদের সংস্কৃতিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিকশিত করেছে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মানুষ তার ধর্মকে সযত্নে লালন করলেও পহেলা বৈশাখের দিন সকলে কাঁধে কাঁধ মিলে এ মেলা উদ্‌যাপন করে। হাজার হাজার বছরের পুরনো এ সংস্কৃতি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়। তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে বৈশাখী মেলার ভূমিকা অপরিণীম।

প্রশ্ন ২) শান্তা ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবারের সন্তান। অন্তরা শান্তার সাথে ময়মনসিংহ তার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সে দেখল শান্তার বাবা শান্তার মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। শান্তা অন্তরাকে জানালো যে, সে পরিবারের ছোট কন্যা হওয়াতে বিয়ের পরও এ বাড়িতে থাকবে এবং সমুদয়

সম্পত্তির মালিক হবে। শান্তারা এক সময় গাছপালা, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদির পূজা করত। এখন তারা টিভি দেখে। তাদের এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। তাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এখন ব্যাপকভাবে লেখাপড়া শিখছে। ফলে তাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিরও পরিবর্তন এসেছে।

- ক. 'গোপী নাচ' কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব? ১
খ. 'বৈসাবি' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শান্তা কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "শান্তার মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে"—বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'গোপী নাচ' মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব।

খ) 'বৈসাবি' বলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর যৌথভাবে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব উদ্‌যাপনকে বোঝায়। বাংলাদেশের প্রায় সকল নৃগোষ্ঠীর মানুষ নাচ-গানের মধ্য দিয়ে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈশাখী, সাংগ্রাই ও বিজু এ তিনটিকে সমন্বয় করে বর্তমানে সবাই একত্রে পালন করে 'বৈসাবি'।

গ) শান্তা গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। গারোদের সমাজ মাতৃসূত্রীয়। তাদের সমাজে মাতা হলেন পরিবারের প্রধান। সন্তানেরা মায়ের উপাধি ধারণ করে। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা পরিবারে সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। গারো পরিবারে পিতা সংসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে এবং বিয়ের পর দ্বীর বাড়িতে বসবাস করে। গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়। তাই মেয়েরা বিয়ের পর নিজের বাড়িতে বসবাস করে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, শান্তার বাবা তার মায়ের বাড়িতে বসবাস করে এবং তাদের সমাজে ছোট মেয়েদের বিয়ের পর তাদের কর্তৃত্ব ও পরিচয়ে পরিবার পরিচালিত হয়। অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উদ্দীপকের শান্তা গারো নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ) শান্তাদের নৃগোষ্ঠী অর্থাৎ গারোদের মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন এসেছে। উদ্দীপকে শান্তার পরিবার এক সময় গাছপালা, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদির পূজা করত। বর্তমানে তারা টিভি দেখে, তাদের এলাকার রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে। শান্তারা গারো নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের মতো অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর লোকেরাও তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটানো। পূর্বে কৃষিতে তারা জুমচাষ পদ্ধতি ব্যবহার করত, বর্তমানে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিজস্ব উৎসব পালন করত। বর্তমানে তারা টিভি দেখে বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যেখানে বসবাস করে অর্থাৎ পাহাড়ি অঞ্চলে বর্তমানে রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সম্পৃক্ততা দিন দিন বাড়ছে। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে জীবনযাত্রায় উন্নতি ঘটানো। বর্তমানে কোটা পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে। তাই তাদের জীবনযাত্রায়ও এসেছে পরিবর্তন। তাই উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শান্তাদের মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীও তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রশ্নোত্তর এ উক্তিটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ ও সঠিক।